05 FEB 1987
তারিখ 05 JAN 1987
পৃষ্ঠা 4 কলাম 7

দৈনিক ইত্তেফাক

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কেন্দ্রগুলির কার্যক্রম

ডঃ আমিনুল ইসলাম
পরিচালক,
উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র

জ্ঞানানুশীলন ও সত্যানুসন্ধানের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান হিসেবে পাঠদান বা জ্ঞান-বিতরণই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম লক্ষ্য। তবে অন্যতম হলেও এটিই বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র কাজ নয়, হওয়া উচিতও নয়। অব্যাহত অধ্যয়ন ও গবেষণার মাধ্যমে নিত্যনতুন তথ্য ও তত্ত্ব আবিষ্কার এবং তাতে করে দেশ ও সমাজের যথার্থ কল্যাণ বিধানও বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বের অন্তর্গত। এজন্যই পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় বলতে আমরা বুঝি এমন একটি বিদ্যাপীঠকে যেখানে যুগপৎ চলতে থাকে জ্ঞান আহরণ ও বিতরণ, অন্য কথায় গবেষণা ও পাঠদানের যুগ্ম কর্মধারা। সার্থক শিক্ষক বলতেও বোঝানো হয় এমন একজন জ্ঞানানুরাগী ব্যক্তিকে যিনি একাধারে জ্ঞানের গবেষক ও পরিবেশক।

জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার এ গুরুত্বের কারণেই দিন দিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অধিক থেকে অধিকতর উদ্যম লক্ষ্য করা যায় গবেষণাকর্মে। খোদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ও এ বিষয়ে কোনো ব্যতিক্রম নয়। বিগত এক দশকে এ বিদ্যাপীঠে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে গবেষণার ক্ষেত্রে। এ সময়ে বহুসংখ্যক শিক্ষক লাভ করেছেন উচ্চতর গবেষণা ডিগ্রী, বাংলায় ও ইংরেজীতে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে বেশ কয়েকটি গবেষণা পত্রিকা এবং মাত্র কয়েক বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে পঞ্চাশটির মতো গবেষণা গ্রন্থ। জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার দিকে এই ক্রমিক মনোনিবেশেরই আর একটি দৃষ্টান্ত এ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা—যেগুলোর অধিকাংশই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অতি সম্প্রতি।

অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো

অর্থনীতি ও আনুষঙ্গিক বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা পরিচলনা এবং গবেষণা পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে অর্থনীতি বিভাগে প্রতিষ্ঠিত হয় 'অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো' নামক প্রতিষ্ঠানটি। বিশেষতঃ তরুণ উৎসাহী গবেষকরা যেন ভবিষ্যতে স্বাবলম্বী হতে এবং স্বাধীনভাবে গবেষণা-কর্ম সম্পন্ন করতে পারেন, সেজন্য তাঁদের উচ্চতর গবেষণা পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এখানে। এ পর্যন্ত এ প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ষাটটিরও বেশী গবেষণা প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হয়েছে, প্রকাশিত হয়েছে বেশ কিছু গবেষণা ষ্টাডি গ্রন্থ।

ব্যবসায় গবেষণা সংস্থা

এটি বাণিজ্য অনুষদের একটি গবেষণা কেন্দ্র। ব্যবস্থাপনা, হিসাব বিজ্ঞান, ফলিত অর্থনীতি, বাণিজ্য, বিপনন প্রভৃতি বিষয়ে এ পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক গবেষণা প্রকল্পের কাজ। বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা সভা, বক্তৃতা ও সেমিনার অনুষ্ঠান কেন্দ্রের নিয়মিত অনুষ্ঠানাদির অন্তর্গত।

বোস সেন্টার ফর এডভান্সড ষ্টাডিজ এণ্ড রিসার্চ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপক এস, এন, বোসের নামানুসারে বিজ্ঞান অনুষদে স্থাপিত হয় এ গবেষণা কেন্দ্র। বহুমুখী উচ্চতর গবেষণা পরিচালনার ফলে ইতিমধ্যে রিজিওন্যাল টেকনিক্যাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট (ব্যাংকক), রিজিওন্যাল সেন্টার ফর নেকনোলজী ট্রান্সফার (বাঙ্গালোর) প্রভৃতি বিদেশী গবেষণা সংস্থার স্বীকৃতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে এ কেন্দ্র।

রিনিউবাল এনার্জি রিসার্চ সেন্টার

বিশ্বজোড়া শক্তি সংকট মোকাবেলায় এবং দেশের কল্যাণে নবায়নযোগ্য শক্তি প্রয়োগের পথ ও পদ্ধতি উদ্ভাবন এ কেন্দ্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। পদার্থবিদ্যা, ইলেকট্রনিকস, রসায়ন প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগে গবেষণায় উল্লেখযোগ্য উৎসাহ সঞ্চারিত হয়েছে এ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার ফলে। বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকদের প্রত্যক্ষ উদ্যোগে বেশ কয়েকটি গবেষণা প্রকল্পের কাজ এগিয়ে চলেছে দ্রুতগতিতে। নবায়নযোগ্য শক্তি বিষয়ক পাঠোপকরণের সমবায়ে কেন্দ্রে স্থাপিত হয়েছে একটি গ্রন্থাগার।

সেন্টার ফর এডভান্সড ষ্টাডিজ ইন বায়োলজিক্যাল সায়েন্স:

১৯৭৫ সালে একটি পৃথক অনুষদ হিসেবে যখন অভ্যুদয় ঘটে জীববিজ্ঞান অনুষদের, তখনই এই নতুন অনুষদের আওতায় প্রতিষ্ঠিত হয় এ কেন্দ্র। এর কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে অনুষদের তরুণ শিক্ষকদের উচ্চতর শিক্ষালাভে এবং গবেষণা পরিচালনায় আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং গবেষণার ফলাফল সেমিনার আকারে প্রকাশ এ পর্যন্ত ৪০টিরও বেশী গবেষণা প্রকল্প কেন্দ্রের আর্থিক সহায়তায় সম্পন্ন হয়েছে।

দেব সেন্টার ফর ফিলসফিক্যাল ষ্টাডিজ:

দর্শন বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ডঃ গোবিন্দ চন্দ্র দেব ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে নির্মমভাবে নিহত হওয়ার আগেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে যে উইল করে যান তার অর্থ দিয়ে এবং ডঃ দেবেরই অভিপ্রায় অনুসারে ১৯৮০ সালে দর্শন বিভাগে প্রতিষ্ঠিত হয় এই গবেষণা কেন্দ্র। মানবতাবাদী, নৈতিক ও প্রয়োগিক দর্শনের অনুশীলন এবং মানুষের স্থায়ী শান্তি ও নিরাপত্তার লক্ষ্যে গবেষণা পরিচালনা এ কেন্দ্রের লক্ষ্য। এ লক্ষ্যেই কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত হয় 'ফিলসফি এণ্ড প্রগ্রেস' নামক একটি ইংরেজী এবং 'দর্শন ও প্রগতি' নামক একটি বাংলা পত্রিকা। এছাড়া বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও লেখকদের রচিত প্রবন্ধের সমবায়ে প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয় 'দেব স্মারক বক্তৃতামালা।'

উচ্চতর সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র: দেশের সার্বিক উন্নয়নের সঙ্গে সম্পর্কিত অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাষ্ট্রতাত্ত্বিক বিষয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণার উদ্দেশ্য নিয়ে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের আওতায় প্রতিষ্ঠিত এই কেন্দ্র গবেষকদের গবেষণালব্ধ ধ্যান-ধারণা প্রকাশ করে চলেছে সেমিনার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র:

কলা অনুষদের শিক্ষকদের গবেষণাকর্মে সহায়তা প্রদান, তাঁদের জন্য জ্ঞানচর্চার নতুন সুযোগ সৃষ্টি; আন্তঃবিভাগীয় গবেষণা উৎসাহ প্রদান এবং মানববিদ্যার বিভিন্ন বিষয়ে সেমিনার ও বক্তৃতামালার আয়োজন এই নতুন কেন্দ্রের অভীষ্ট লক্ষ্য। মাত্র তিন বছরেরও কম সময়ের মধ্যে এই কেন্দ্র 'উদ্বোধনী বক্তব্য' নামে একটি প্রবন্ধ সংকলন, 'নিবন্ধমালা' নামক গ্রন্থের দুই খণ্ড এবং 'মানববিদ্যা বক্তৃতা' নামক আর একটি গবেষণামূলক সংকলন প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গুরুতর গবেষণার যে ক্রমবর্ধমান উদ্যোগ আজ লক্ষনীয় তা ক্রমশঃ আরো ইতিবাচক ফললাভ করবে এবং তাতে করে জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার এক মহান আদর্শ গড়ে উঠবে এ আশাই করছি।